বচনের প্রকৃতি

প্রদত্ত ব্যাকরণ-আলোচনায় বচনের বৈশিষ্ট্য হিসেবে বলা হয়েছে– 'কেবল বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের বচন হয়।'
এই নিয়মটি বাংলা ব্যাকরণের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সব পদের বচন হয় না।

কোন পদের বচন হয়?

পদ	বচন হয় কি?	উদাহরণ
বিশেষ্য	হয়	ছেলে ⟶ ছেলেরা
সর্বনাম	হয়	আমি ⟶ আমরা
বিশেষণ	সাধারণত হয় না	ভালো ছেলে/ভালো ছেলেরা
ক্রিয়া	সরাসরি বচনভেদ নয়	সে যায়/তারা যায়
অব্যয়	হয় না	এবং, কিন্তু, অথবা

বিশ্লেষণ: 'ভালো ছেলে' এবং 'ভালো ছেলেরা'– দুই ক্ষেত্রেই 'ভালো' শব্দটি অপরিবর্তিত থাকে। তাই বিশেষণের নিজস্ব বচনভেদ নেই। আবার 'সে যায়' ও 'তারা যায়'– এখানে সর্বনাম বদলেছে, কিন্তু 'যায়' ক্রিয়াটি বিশেষ্য বা সর্বনামের মতো বচনচিহ্ন গ্রহণ করেনি। তবে সম্মানসূচক ব্যবহারে 'তিনি আসবেন', 'স্যার বলবেন'– এসব ক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির জন্যও সম্মানসূচক বহুবচনধর্মী রূপ ব্যবহৃত হয়।

গণনীয় ও অগণনীয় বিশেষ্যে বচন

যেসব বস্তু সরাসরি গোনা যায়, সেগুলোকে গণনীয় বিশেষ্য বলে। যেমন– বই, কলম, ছাত্র, গাছ।
যেসব পদার্থ সরাসরি গোনা যায় না, সেগুলোকে অগণনীয় বিশেষ্য বলে। যেমন– পানি, দুধ, বাতাস, বালি, সোনা।

গণনীয় ও অগণনীয় বিশেষ্য

ধরন	উদাহরণ	বচন
গণনীয়	বই, কলম, ছাত্র, গাছ	একবচন ও বহুবচন হয়
অগণনীয়	পানি, দুধ, বাতাস, বালি	সাধারণত বহুবচন হয় না

উদাহরণ: তিনটি বই। পাঁচজন ছাত্র। অনেক পানি। এক গ্লাস দুধ। কিছু বাতাস।
সাধারণত বলা হয় না– পানিরা, দুধগুলো, বাতাসেরা,
তবে বিশেষ প্রসঙ্গে উৎস, ধরন বা শ্রেণি বোঝালে অগণনীয় বিশেষ্যেও বহুবচনধর্মী রূপ দেখা যায়। যেমন–
বাংলাদেশের বিভিন্ন নদীর পানিগুলো দূষিত।
এখানে 'পানিগুলো' বলতে ভিন্ন ভিন্ন উৎসের পানি বোঝানো হয়েছে।

সংখ্যাবাচক শব্দ ও বচন: প্রাচীন ব্যাকরণিক আলোচনায় বলা হয়েছে– সংখ্যাবাচক পদ পূর্বে থাকিলে বিশেষ্যের উত্তর আর বহুত্বসূচক শব্দ ব্যবহৃত হয় না।
এই নিয়মটি আধুনিক প্রমিত বাংলাতেও গুরুত্বপূর্ণ।

শুদ্ধ রূপ: পাঁচ জন ছাত্র, তিনটি বই, দশটি কলম, দুইজন শিক্ষক, অনেক মানুষ।

অশুদ্ধ/দুর্বল রূপ: পাঁচ জন ছাত্ররা, তিনটি বইগুলো, দশটি কলমগুলি, সব ছাত্ররা।

সূত্র: সংখ্যাবাচক শব্দ + বিশেষ্য= বহুত্ব প্রকাশ।
তাই সংখ্যা থাকার পর আবার বহুবচনচিহ্ন যোগ করলে অনেক সময় বাহুল্যদোষ ঘটে।

দ্বিবচন প্রসঙ্গ: পৃথিবীর কিছু ভাষায় বচন তিন প্রকার– একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন; যেমন– আরবিতে বচন তিন প্রকার। কিন্তু বাংলা ভাষায় আলাদা দ্বিবচন নেই।
বাংলায় বলা হয়– দুজন ছাত্র, দুটি বই, দুইটি কলম।

এগুলো অর্থগতভাবে দুই বোঝালেও ব্যাকরণিকভাবে আলাদা দ্বিবচন নয় বহুবচন।

বচনের প্রয়োগ বৈশিষ্ট্য: বিশেষ্য শব্দের একবচনের ব্যবহারেও অনেক সময় বহুবচন বোঝানো হয়।

উদাহরণ:

মানুষ মরণশীল।– এখানে 'মানুষ' একবচনরূপ হলেও সমগ্র মানবজাতিকে বোঝাচ্ছে।

সিংহ বনে থাকে।– এখানে শুধু একটি সিংহ নয়; সিংহ জাতিকে বোঝানো হয়েছে।

বাগানে ফুল ফুটেছে।– এখানে প্রসঙ্গভেদে একাধিক ফুল বোঝানো হতে পারে।

এ ধরনের ব্যবহারকে অর্থগত বা প্রসঙ্গগত বহুবচন বলা যায়।

পরিমাণবাচক শব্দে বহুবচন: একবচনাত্মক বিশেষ্যের আগে অজস্র, অনেক, বিস্তর, বহু, নানা, ঢের ইত্যাদি বহুত্ববোধক শব্দ বিশেষণ হিসেবে প্রয়োগ করেও বহুবচন বোঝানো হয়।

উদাহরণ: অনেক ছাত্র, বহু মানুষ, অজস্র ফুল, নানা কথা, বিস্তর টাকা, ঢের কাজ।

এখানে বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচনচিহ্ন যোগ করা হয়নি, কিন্তু পরিমাণবাচক শব্দ বহুত্ব প্রকাশ করছে।

দ্বিত্ব প্রয়োগে বহুবচন: অনেক সময় বিশেষ্য ও বিশেষণ পদের দ্বিত্ব প্রয়োগে বহুবচন সাধিত হয়।

উদাহরণ: বড়ো বড়ো মাছ। লাল লাল ফুল। হাঁড়ি হাঁড়ি সন্দেশ। কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা। দলে দলে মানুষ।

এখানে শব্দের পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে বহুত্ব, প্রাচুর্য বা বৈচিত্র্য প্রকাশিত হয়েছে।

সম্মানসূচক বহুবচন: বাংলা ভাষায় একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রেও সম্মান প্রকাশের জন্য বহুবচনধর্মী রূপ ব্যবহৃত হতে পারে।

উদাহরণ: তিনি আসবেন। স্যার বলেছেন। শিক্ষক আজ ক্লাস নেবেন। মা বললেন, তিনি পরে আসবেন।

এখানে ব্যক্তি একজন হলেও সম্মানসূচক রূপ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি প্রকৃত সংখ্যাগত বহুবচন নয়; বরং সামাজিক সম্মানসূচক ব্যবহার।

বচন ব্যবহারে সাধারণ ভুল: একই সঙ্গে দুবার বহুবচনবাচক প্রত্যয় বা শব্দ ব্যবহৃত হয় না অর্থাৎ বহুবচনের ভুল প্রয়োগে বাহুল্যদোষ ঘটে।

ভুল ও শুদ্ধ প্রয়োগ

ভুল প্রয়োগ	শুদ্ধ প্রয়োগ	কারণ
সব ছাত্ররা এসেছে।	সব ছাত্র এসেছে/ছাত্ররা এসেছে।	দ্বিগুণ বহুবচন
সকল মানুষেরাই মরণশীল।	সকল মানুষ মরণশীল/মানুষেরা মরণশীল।	বাহুল্যদোষ
তিনটি বইগুলো।	তিনটি বই/বইগুলো।	সংখ্যা থাকলে বহুবচনচিহ্ন অপ্রয়োজনীয়
বইরা আছে।	বইগুলো আছে।	অপ্রাণিবাচকে 'রা' অস্বাভাবিক
পাঁচজন শিক্ষকেরা।	পাঁচজন শিক্ষক/শিক্ষকেরা।	সংখ্যা + বহুবচনচিহ্ন একসঙ্গে নয়
পানিরা পড়ছে।	পানি পড়ছে।	অগণনীয় পদার্থ

NABARUN PUBLICATION